প্রথম আলো

তারিখ 04 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে রিসা মারা গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেছেন, বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই একজন দরজির ছুরির আঘাতে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তার রিসা মারা গেছে। কেননা সে ধারণা করেছিল, যেকোনো কাজ করে রেহাই পাওয়া যাবে।

গতকাল শনিবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত রাজধানীতে পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'নারীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ, মানসম্পন্ন কাজ, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র ও যানবাহনের ব্যবস্থা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী রিয়াজুল হক এ কথা বলেন। জাতিসংঘের 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' বা সিডও দিবস উপলক্ষে সনদের ১১ নম্বর ধারা বাস্তবায়নের দাবিতে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কাজী রিয়াজুল হক বলেন, সামাজিক নিরাপত্তার অভাবেই নারীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে ঝরে পড়ছেন। রাষ্ট্রকেই এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, নারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফল করছেন। কিন্তু সেই অর্থে তাঁরা বাস্তব জীবনে ভূমিকা রাখতে পারছেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকটি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারী আছেন। কিন্তু পোশাকশিল্প কারখানাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা উঁচু পদে যেতে পারছেন না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে নারীদের জন্য আলাদা একটি কমিশন গঠন করা হবে।

> ❝ নারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফল করছেন। কিন্তু সেই অর্থে তাঁরা বাস্তব জীবনে ভূমিকা রাখতে পারছেন না
>
> **কাজী রিয়াজুল হক**
> চেয়ারম্যান
> জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম বলেন, সমাজে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক কাঠামো, সে কারণেই একজন দরজি রিসাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পেরেছে বা মারতে পেরেছে। তিনি বলেন, রিসার হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে তনু বা মিতু হত্যা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। তনুর তদন্তেরই আবার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আর মিতুর হত্যার বিচারের চেয়ে তাঁর স্বামী চাকরি ফিরে পাবে কি না, তা-ই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র বিষয়গুলো কীভাবে দেখছে, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সেমিনারে সিডও বিশেষ করে নারীর কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সনদের ১১ নম্বর ধারা বাস্তবায়ন নিয়ে মূল প্রবন্ধ পড়ে শোনান মহিলা পরিষদের আন্তর্জাতিক উপপরিষদের সম্পাদক রেখা সাহা। তিনি জানান, দীর্ঘ আন্দোলনের পরও এখনো সরকার সিডও সনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) তে সংরক্ষণ বহাল রেখেছে। এ ছাড়া যেসব ধারায় অনুমোদন দিয়েছে, সেসব ধারারও যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটেনি।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী, ইউএন উইমেনের দেশীয় প্রতিনিধি ক্রিস্টিন সুসান হাস্টার, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সেলিমা আহমদ।